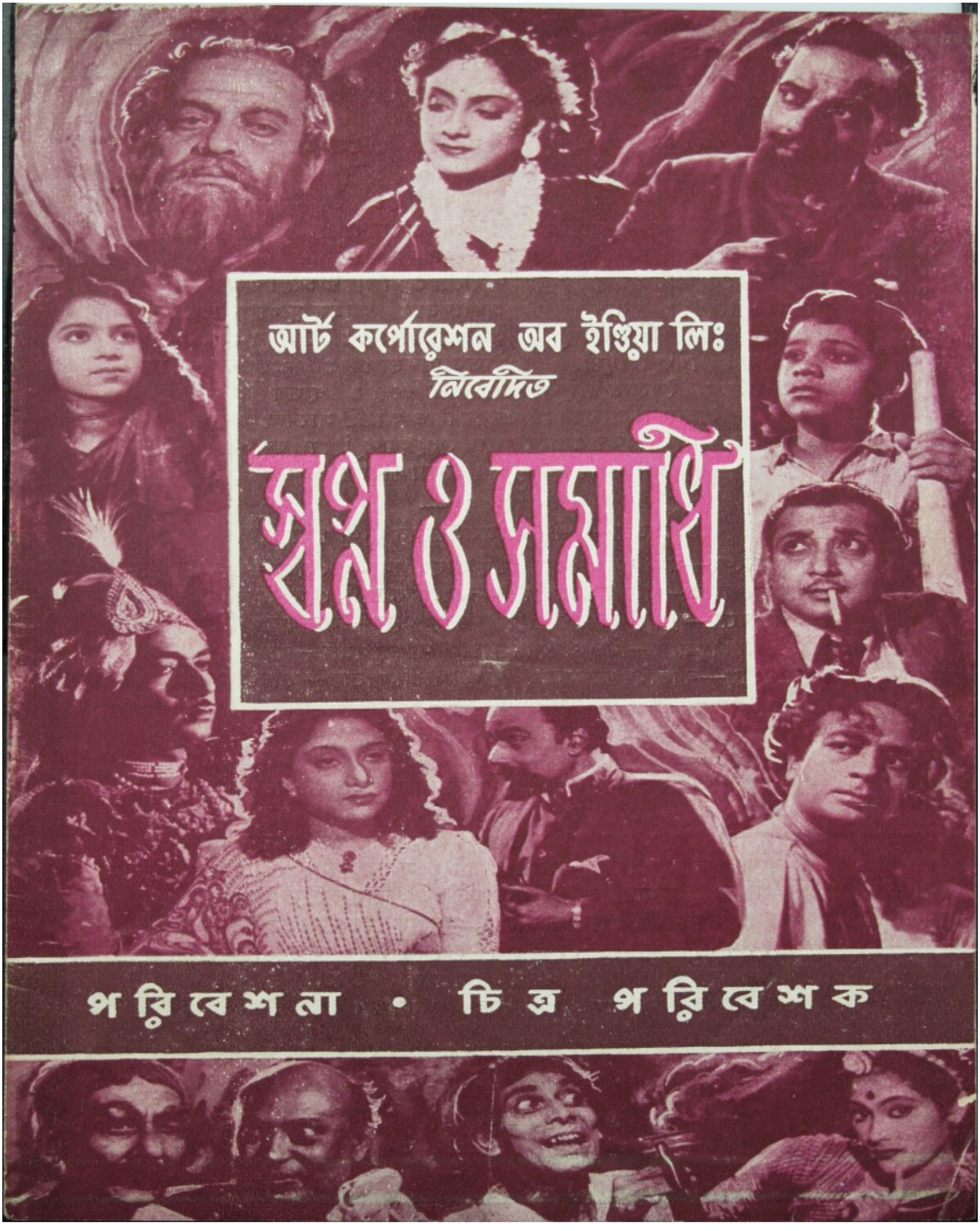

আর্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ
নিবেদিত
স্বপ্ন ও সমাধি
পরিবেশনা • চিত্র পরিবেশক

সংগঠনকারীগণ

আর্ট কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের নিবেদন

স্বপ্ন ও সমাধি

রচনা ও পরিচালনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত
সঙ্গীত পরিচালনা : খগেন দাশগুপ্ত

চিত্রশিল্পী : অনিল গুপ্ত
শব্দযন্ত্রী : শিশির চট্টোপাধ্যায়
যান্ত্রিক উপদেষ্টা : রবীন দাস
সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়
শিল্পনির্দ্দেশক : বিজয় বসু
নৃত্যপরিকল্পনা : পিটার গোমেশ
ব্যবস্থাপক : গিলু চৌধুরী
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপক : প্রমোদ সরকার
রূপসজ্জাকর : শৈলেন গাঙ্গুলী
স্থিরচিত্রশিল্পী : গনেশ সিংহ

প্রচার চিত্রাঙ্কনে : প্রচারণী ও আর্টিষ্ট সার্কেল
সাজসজ্জাকর : ডি, আর, মেক্‌আপ্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্
গীতিকায় : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারীগণ :—

পরিচালনায়—হুন্টু পালিত, রমেন মুখোপাধ্যায়,
চিত্রশিল্পে—ননী দাস, জ্যোতির্ম্ময় লাহা, অনিল ঘোষ,আশু দত্ত
আলোক-সম্পাতে—নরেশ সমাদ্দার, অনিল, ধ্রুব, রবি, হেমন্ত, মনী (কাকা)
শব্দযন্ত্রে—সুশীল বিশ্বাস
রূপসজ্জায়—ত নাথ মুখার্জ্জি
সঙ্গীত পরিচালনায়—নির্ম্মলেন্দু বিশ্বাস
ব্যবস্থাপনায়—শচীনদাশ গুপ্ত
সম্পাদনায়—কানাই বন্দ্যোঃ
নৃত্যপরিকল্পনায়—মঙ্গল বন্দ্যোঃ

পরিস্ফুটনে —

ফিল্ম সার্ভিসেস্,ইউনাইটেড্ সিনেল্যাবরেটরী ও ইন্দ্রপুরী সিনেল্যাবরেটরী

রূপায়ণে

জহরগাঙ্গুলী, মলয়া সরকার, ধীরাজভট্টাচার্য্য, সাধন সরকার, শোভাসেন, প্রীতিধারা, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, রাজলক্ষ্মী (বড়), শ্যামলাহা, নবদ্বীপ হালদার, মাষ্টার সুখেন, গঙ্গাপদ বসু, অজিত সেনগুপ্ত, বিষ্ণু সামন্ত, মিঃ গোমেশ কুমারী মঞ্জু, কুমারী অঞ্জলি, মনি চক্রবর্ত্তী, ভানু চট্টোপাধ্যায়, দেবেন ব্যানার্জ্জি, গোপাল মল্লিক, বেনু কুমার, ইরা চক্রবর্ত্তী, গীতাদেবী, মীরাদেবী, ঝর্ণা চক্রবর্ত্তী, পুলিন মিত্র, নৃপেন রায়, তুলসী পাল, গোপাল চট্টোঃ, মহ্‌বুব, দেবী সাধন সিংহ, লেতো ও আরও অনেকে।

পরিবেশনা ● চিত্রপরিবেশক
৮৭নং, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গল্পাংশ

খরতোয়া ছোট্ট একটি নদীর ওপর ততোধিক ছোট্ট একটী গ্রাম। ঘনবসতি পুর্ণ এই গ্রাম খানি। একজনের চালের পাশদিয়ে আর এক জনের ঘর উঠেছে।

এমনিতর পাশাপাশি দুখানি ঘরের একটীতে বাস করে দীনু বৈরাগী, আর তার কিশোরী মেয়ে রাধা। . . . . অপরটীতে গোপালের মা আর তার কিশোর পুত্র গোপাল দীনু বৈরাগী সকাল সন্ধ্যে লোকের দোরে দোরে নাম বিলোয়—এতেই তার দুঃখের সংসার মেয়েটীকে নিয়ে কোনরকমে চলে যায়।

নামের বিনিময়ে রোজগার -- কিন্তু লোকে এদের বলে—ভিখিরী। ভিখিরী নামের কলঙ্ক দীনুকে স্পর্শ করে কিনা জানিনা—কিন্তু রাধাকে করে।

ওদিকে সকালে উঠে দুরন্ত গোপালকে গোঁজ হ'য়ে বসে থাকতে দেখা যায়। মা তাকে ধমকান। দুটী গাই গরু তাদের সম্বল, দুধ যোগান দিয়ে তাদের সংসার চলে। গোপালের মা এরি ওপর নির্ভর করে ছেলেকে মানুষ ক'রে তুলতে চায় -- অথচ দুষ্ট গোপাল না দেখে, গরু দুটোকে . . . . না নিয়ে আসে বাড়ী বাড়ী দুধ।

গ্রামের "মনসার ভাসানের" অভিনয় দেখে গোপাল আর রাধার চোখে ভেসে ওঠে—বেহুলা লক্ষীন্দরের স্বপ্ন।

রাধা গোপালকে ভাবে লক্ষীন্দর . . . . . গোপাল রাধাকে ভাবে বেহুলা। গ্রামের মুখরা মোক্ষদা গোয়ালিনীর কলাগাছ কেটে ভেলা তৈরী ক'রে নদীর জলে ভাসিয়ে সে গাইতে থাকে—

" ভাসিয়ে ভেলা বেহুলো সতী
নিয়ে যাবে মরা পতি . . . . রে !! "

রাধা নদীর পাড় থেকে বলে—

'কি ক'রে আমি তোমায় ভাসিয়ে নিয় যাব গোপালদা—আমি যে সাঁতার জানিনা"।

কৈশোরের স্বপ্নে রাঙ্গা দিন গুলি এমনি করেই তাদের কেটে যাচ্ছিল কোথা থেকে কাল বৈশাখীর দুরন্ত ঝড় এসে ভেঙ্গে দিয়ে গেল এদের সাধের খেলা ঘর . . . . .

বেহুলা-লক্ষীন্দরের কল্পনার ভেলা গেল ভেসে।

এল মেলা ! . . . এল বিলাশবাবু !! . . . এল মক্কমায়া !!

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে . . . . . .

কিশোরী রাধা আজ যুবতী অনুরাধা . . . . কিশোর গোপাল আজ যুবক গোপাল। একজন পেয়েছে আলো বাতাসের স্পর্শ, পেয়েছে যশ, পেয়েছে প্রতিপত্তি . . . . আর একজন আছে মায়ায় ঘেরা আঁধার কুটীরের মাঝে মায়ের স্নেহাঞ্চলকে আঁকড়ে ধরে। এল যাত্রার অধিকারী ! যাত্রার আসর !! হোল লক্ষীন্দর সাজা !!!

দিন কাট . . . . . .

বিস্মৃতির অতল তলে মিলিয়ে যায় পুর্বস্মৃতি।

কিন্তু ঘটনা চক্রে সেই স্মৃতি আবার একদিন প্রকট হ'য়ে উঠে দুজনের মাঝে। রাধা তার গোপালকে নিবিড় ভাবে পেতে চায়—কিন্তু মাঝ খানে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় গোপালের বউ। রাধা ভাবে আপন ভোলা গোপালের কথা—সে আজ আর রাধার মনের খবর জানতেও চায়না . . . . জানবার চেষ্টাও করেনা।

দীর্ঘকাল ব্যবধানের পর তাদের এই ক্ষনিক মিলন জীবনে যে নব বসন্তের সূচনা করেছিল—অদৃষ্টের পরিহাস তা ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

বেহুলার মরা পতিকে ভেলায় নিয়ে ভাসতে গেলনা . . . . . .
প্রেমের সমাধি তলে সবার অলক্ষে ছুটে গেল লক্ষীন্দর . . . . . .
আছড়ে পড়ল সমাধির ওপর . . . . . .
কিন্তু নয়নে গগনে তখন প্রবল বর্ষন সুরু হয়েছে !

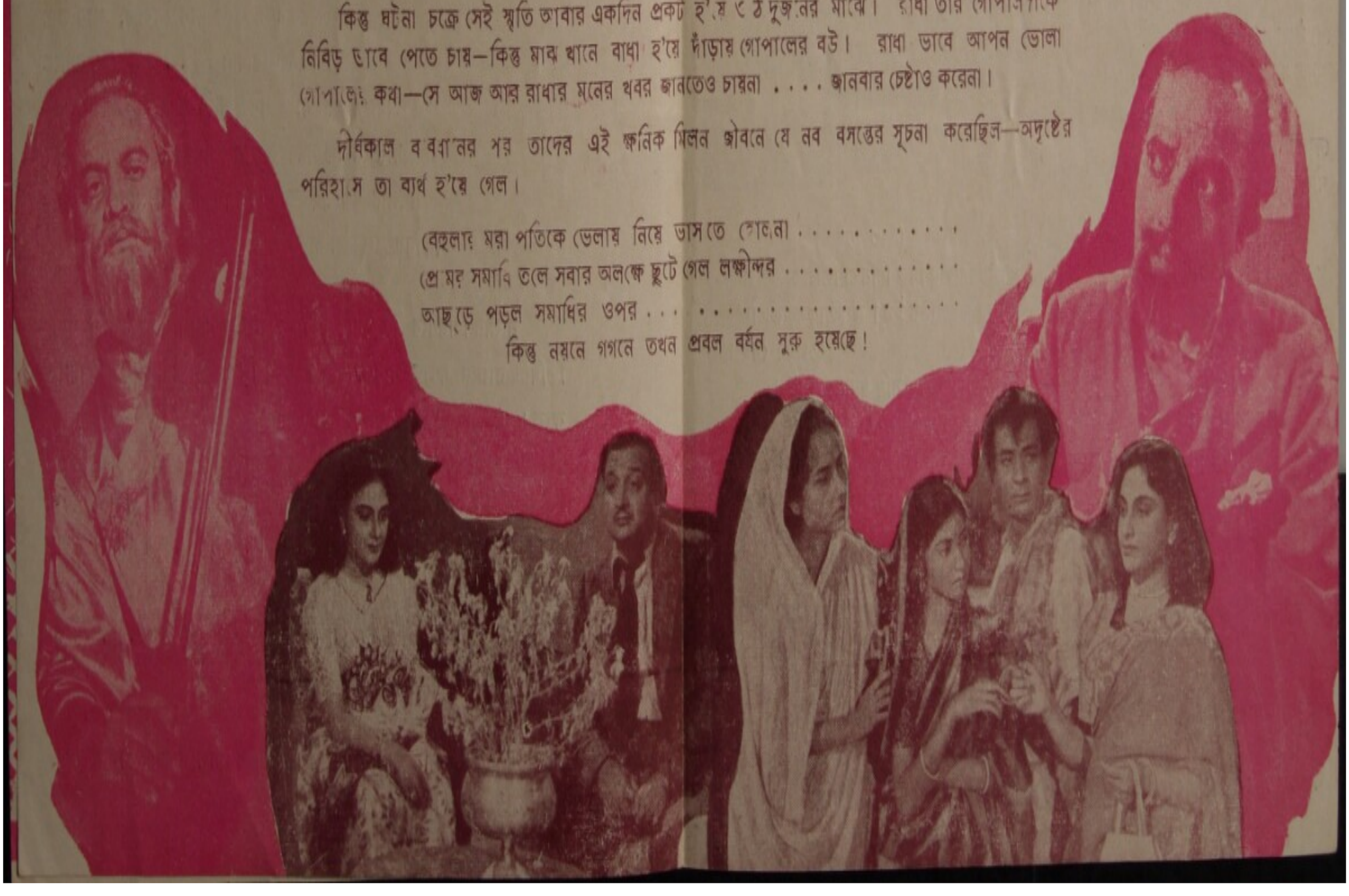

সঙ্গীতে

(১)

জাগোরে কিশোর কানাই
অমানিশি আর নাই
প্রভাতী পবন বহে মন্দ
যশোদার বাহুপাশ
খুলে দেখো পূবাকাশ
মেঘ আর রঙ্গে জাগা দুন্দ।
গোঠেতে যাবার লাগি
অমল ধবল জাগি
পথ পানে চাহি চঞ্চল
দেরী আর নাহি সবে
নীলমনি জাগো তবে
গোপাল গোপাল নিয়ে চল ॥

- দীনুর গান -

(২)

শোনো নীল কান্তমনি
ওঠে দধি মন্থ ধ্বনি
চুপি চুপি ওঠো ননী চোরা
ক্ষীর ননী হলে কত
সবি তব মনোমত
হায় শিকায় ঝোলানো আছে ওরা
চুরী করা দোষ বড়
যদি ওগো চুরী কর
দোষী তবে হবে নিশ্চয় ;
যে দিয়েছে অপবাদ
তারো ভাগ পেতে সাধ
বলুক সে, মোর দোষে দোষী সে কি নয় ??

- ছোট রাধার গান -

(৩)

ঝাউর গিজার গিজ ধিনিতা তিলিতা তিলিতা
তা তা তা তাউর ইথা করুতাক্ কুরুতাক
তা তা থেই !
জল ভরিতে যায় সখি যমুনার জলে।
মেঘের বরণ কালা কাজরের তলে ॥
পদ্মা বলে শুন কালি আমার বচন।
তুমি গিয়া দংসি আন চাঁদের নন্দন ॥
তাহা শুনি কালিনাগ লাগে বলিবারে।
কিমতে প্রবেশ হব লোহার বাসরে ॥
শ্রীখণ্ড কপাটে শোভে যুগল কেওয়ার।
পিপীলিকা না পারে প্রবেশ করিবার ॥
পদ্মা বলে কালো নাগ চিন্তিহ তুমি।
কর্ম্মকারে বলি ছিদ্র রাখিয়াছি আমি ॥
ঈশান কোনেতে আছে সিন্দুরের রেখা।
তাহার নিকট গেলে ছিদ্র পাবে দেখা ॥

- মনসার ভাসানের গান -

(৫)

সইরে শুনিস্ কিরে
ওই যে কালার বাঁশী—
ওই মনদোলানো হাসি
ডাকলো আমায় ইসারাতে যমুনারি তীরে।
মোর মন যে কেমন করে
আমি রইতে নারি ঘরে
তবু ভয়ে মরি লাজে মরি দ্বিধায় আসি ফিরে।
ও বাঁশী মান ভাঙ্গালো লাজ রাঙ্গালো
ঘর ছাড়িলাম হায় !
পিঞ্জরের পঙ্খী যেন
পঙ্খ মেলে ধায় ;
এই দেশান্তরের পারে
পাবো তাহার ঠিকানারে
তাই সোহাগ আমার গান হয়ে যায়
মনের মায়া ঘিরে ।।

- দীনু ও ছোট রাধার গান -

(৬)

লাজে মরি মিনতি করি গুণ্ঠন খুলো না হায়
মরমি গো কূল মান রাখা দায়।
শুনবো কানে কানে
যে সাধ জাগে প্রাণে
রাঙবে তোমার আশা আমার লাজুক অভিমানে
এখানে নয় অন্য কোন নিঝুম নিরালায়।
বুকে যত ঢেউ লাগে
মুখ তত চুপ যে
প্রাণ চায় আঁখি তবু
চায় না সে রূপ যে,
পীরিতির এই রীতি অতি অপরূপ হায়
মরমি একি লাজ নয়নে ছায়।
তাইতো কথা রাখো
অধীর হয়ো নাকো
গরবিণী যৌবন মোর মিনতি জানায়।
- পুরবীর গান -

(৭)

মোর প্রনাম খানি আছে তোলা
আজো তোমার তরে
ফিরে এলে তাইতো তুমি
সবার অগোচরে।
অনেক দিনের স্বপ্নে ভরা
খেলাঘর হবে গড়া
শূন্য হিয়া পূর্ণ যে তাই
অনেক দিনের পরে।
"স্বপ্ন মোদের সমাধিতে
মান্‌লো নাকো হার
বেদীর বুকের ফুল হয়ে সে
জাগলো বারে বার ;"
জীবন পথে নাই যদি হয়
মরণ পারে হবে সময়
গানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখি
মিলন বাসর ঘরে ।।
- অনুরাধার গান -

31-10-52

প্রস্তুতির পথে!

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কালা

দেবনারায়ণ গুপ্তের

আলিবর্দী

শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে

On behalf of Art Corporation, Printed & Engraved by United Engraving Co.